মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. KOL RMS/474/2016-18
Published on 3rd November, 2018

November, 2018 Volume-IV, Issue-IX 8 Pages, Rs. 2.00 Regd. No-WBBEN/2015/63375

কোনো শিশুর চোখেই বিদায়ের কান্না...আর না...!!

আসুন, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে আমরা প্রত্যেকে থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হই।

থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির ও সুলভে বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে :
৯৪৩৩০৯৮৭২২, ৯৯৩০৫৮০২৯৬

জনপ্রিয়তার শীর্ষে সেরাম শারদ বরণ ২০১৮

ছবিশি : সেরাম শারদবরণ ২০১৮-এর সেমিফাইনাল পর্যায়ে সংগঠনের ইভেন্ট ম্যানেজারের ভূমিকা ... মঞ্চে। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম শারদবরণ নিয়ে কলকাতা ও হাওড়ার পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে উত্তরোত্তর আগ্রহ বাড়ছে। কারণ 'সেরাম শারদ বরণ' বাংলার চলতি শারদীয়া ইভেন্টগুলির মধ্যে একটি অন্যতম ব্যতিক্রমী প্রতিযোগিতা। যেখানে সবরকম বাজেটের পুজো উদ্যোক্তাদের প্রবেশ অবাধ। সেকারণেই সেরাম শারদবরণ ২০১৮ এবারও হৈ-চৈ ফেলেছে দুই শহরে। এই ইভেন্টটি এস. সেরাম অ্যানালাইটিস সেন্টার প্রা লি-র মস্তিষ্কপ্রসূত এবং এটি পরিচালনা করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন, রাজ্যের মধ্যে একমাত্র থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা বৃদ্ধির স্বপ্ন চরিত এবং বর্ধিত একটি বেসরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যের প্রতিনিধিত্বে এবং সকল সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় থ্যালাসেমিয়া বর্জিত দেশ গড়ে তুলতে তাঁরা অবিরত লড়াই জারি রেখেছে। সেরাম শারদবরণ ২০১৮ তে এবারও আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ৪০০।

প্রতিবারের ন্যায় এবারও সমগ্র কলকাতা উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে ভাগ করা হয়েছে। হাওড়ার জন্য পৃথক আবেদন জমা পড়েছে। পাঁচটি টিম সমস্ত আবেদন কারীদের প্যান্ডেলে গিয়ে পুজোর সামগ্রিক ব্যবস্থা নিজেদের চোখে দেখে এসে পৃথক পৃথক রিপোর্ট জমা করেছেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে মোট পাঁচ জায়গার জন্য ১২৫টি পুজোকে চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। এবার দেখে নেওয়া যাক সেরাম শারদবরণ ২০১৮ পর্যায়গুলি। যার জন্য এই ইভেন্টটি এত সুবিদিত।

পর্যায়গুলি হল সেরা ভাবনা, সেরা প্রতিমা, সেরা স্বল্প ব্যয়ে পুজো ও সেরা সমাজবন্ধু। এই পর্যায়গুলি জীবনভাবে বাস্তব। সমস্ত বয়সের পুজোগুলো যাতে এই প্রতিযোগিতার মধ্যে আসতে পারে, তারই জন্য এত সরলীকরণ এবং বিন্যাস। বিচারক-মণ্ডলীরা পর্যবেক্ষণ করে এসে যে

এরপর ২-এর পাতায়

দেবীপক্ষের শুরুতে অন্য দুর্গাপুজো, মশাসুর বধ

কাঁটাপুকুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির আয়োজনে দেবীপক্ষে অন্য দুর্গাপুজার একটি দৃশ্য। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-বিশেষ দিনে বিশেষ কিছু অনুষ্ঠান সকলের নজর কাড়ে। দেবীপক্ষের শুরুতে অর্থাৎ মহালয়ার দিনে ৮ অক্টোবর সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে কলকাতার জনবহুল সাতটি জায়গায় অনুষ্ঠিত হল খাদ্যসামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে মানব পুজো। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকনগুনিয়া এবং এনকেফেলাইটিস-এর বিরুদ্ধে প্রচারের অঙ্গ হিসেবে মা অন্নপূর্ণা অসুর দমনে রূপক হিসেবে মশাসুরকে বধ করছেন—এই নাটকটি সকলের নজর কেড়েছে। এই 'মা অন্নপূর্ণা' নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে সাতটি জায়গায়। এই নাটকের কুশীলব সকলেই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্য। নাটকটির পরিকল্পনা, পরিচালনা, প্রযোজনা করেছেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। এই পুজোর উৎসবে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া কিছু মানুষকে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বাসমতি চাল, সোনামুগ ডাল, ছোলার ডাল, ময়দা, তেল, নুন ইত্যাদি জিনিস তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুজোতে যেমন নতুন নতুন থিম নিয়ে হাজির হন পুজোর উদ্যোক্তারা তেমনি সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনেরও শারদীয়া পক্ষে নতুন থিম মানবপুজো।

মহালয়ার দিন বিকেল থেকেই

এরপর ২-এর পাতায়

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের বর্ণময় বিজয়া সম্মেলনীতে প্রাণের উচ্ছ্বাস

বিজয়া সম্মেলনীতে সম্বর্ধনা এবং কমলিনি শালদ (উৎসবে)। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম শারদবরণ ২০১৮-র সফল রূপায়ণের পর সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের বিজয়া সম্মেলন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল ২৬ অক্টোবর নিজস্ব অডিটোরিয়ামে। এরকম সম্মেলনে এর গুণীজন সমাবেশ এবং নানা রঙের সমাহার খুবই কম দেখা যায়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রথামাফিক সংগঠনের মূল বক্তব্যকে সামনে রেখে সকলকে শুভ বিজয়ার সম্ভাষণ জানান সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। তিনি বলেন, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের মূল লক্ষ্য থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিবারের মত আগামী ২ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবসকে সামনে রেখে এক বিশাল সচেতনতা র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। সকলকে সেই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করার আবেদন জানান তিনি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী সীতানাথ গাঙ্গুলি, সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ডা: ভাস্করমণি চ্যাটার্জি এবং কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য তিনকড়ি দত্ত। গান, আবৃত্তি, শ্রুতি নাটক, জন্মদিন উদযাপন—সব মিলিয়ে বিজয়া

এরপর ২-এর পাতায়

শুভ বিজয়া

'সুমধ্যমা'র সকল পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং শুভ দীপাবলীর অভিনন্দন।

সম্পাদক

এক পলকে দেশ

রাবণ দহনে দুর্ঘটনা

অমৃতসর-দশেরার রাবণ দহন দেখতে জড়ো হওয়া ৬১জন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছেন অমৃতসরগামী ট্রেনের ধাক্কায়। আহত হয়েছেন ৭০ জনেরও বেশি। অমৃতসরের জোড়া ফটকে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

দু'ঘন্টার বাজি

নয়াদিল্লি-দিওয়ালিতে শর্ত সাপেক্ষে শুধুমাত্র রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বাজি পোড়ানোর অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। এছাড়া ক্রিসমাস এবং বর্ষবরণের সময় বাজি পোড়ানোর সময়ও বেঁধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

বিনা লাইনে টিকিট

নিজস্ব প্রতিনিধি-রেলের 'ইউ টি এস' মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ১ নভেম্বর থেকে বিনা লাইনেই পাওয়া যাবে অসংরক্ষিত টিকিট, প্ল্যাটফর্ম টিকিট এবং মাসিক পাস। একসঙ্গে চারটি টিকিট কাটা যাবে।

সংকটমোচন

নয়াদিল্লি-২৩ অক্টোবর গভীর রাতে সি বি আই কর্তা আলোক বর্মা এবং বিশেষ অধিকর্তা রাকেশ আস্থানাকে ছুটিতে পাঠানো হল। অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান করা হয়েছে যুগ্ম অধিকর্তা নাগেশ্বর রাওকে।

মিটু নিয়ে পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি-দেশ জুড়ে মিটু আন্দোলনের জেরে মন্ত্রী গোষ্ঠী গঠন করা হল। এর নেতৃত্বে থাকছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। এছাড়া রয়েছেন নীতিন গড়করী, নির্মলা সীতারমন এবং মেনকা গাঁধী।

দাম কমেছে

নয়াদিল্লি-বিশ্বের বাজারে জ্বালানির দাম কমাতে ২৭ অক্টোবর থেকে কলকাতায় পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কমেছে।

এক পলকে রাজ্য

পদপৃষ্ঠ হয়ে মৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি-হাওড়া দক্ষিণ-পূর্ব রেল শাখার সাঁতরাগাছি স্টেশনে ২৩ অক্টোবর ট্রেন ধরার হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন দুই যাত্রী। গুরুতর জখম হয়েছে ২৫ জন। রাজ্য সরকার এবং রেল কর্তৃপক্ষ নিহতের পরিবারদের ৫ লাখ এবং আহতদের এক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

কার্নিভাল নির্বিঘ্নে

নিজস্ব প্রতিনিধি-রেড রোডে এবার পুজোর কার্নিভাল নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। গোটা অনুষ্ঠানে বেশ সক্রিয় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্নিভালের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ার নমস্কার, প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন জনগণের সঙ্গে।

দূষণ রুখতে

নিজস্ব প্রতিনিধি-কলকাতা শহরের ২০টি জায়গায় বায়ু দূষণের মাত্রা মাপবে বিশ্বব্যাংক। আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত লাগাতার সমীক্ষা চালাবে তারা।

বাজিবাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি-সুপ্রিম কোর্টের আদেশ নিয়ে ঘোর বিপাকে শহরের বাজি ব্যবসায়ীরা। কলকাতা ও শহরতলি মিলিয়ে ৫/৬ টি স্বীকৃত বাজিবাজারে বসা দোকানদাররা প্রায় হতাশ।

এখন জঞ্জাল

নিজস্ব প্রতিনিধি-আই আই টি বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ সত্ত্বেও বাগড়ি মার্কেট থেকে ভস্মীভূত দ্রব্য সামগ্রীর ধ্বংসাবশেষ এখন সরানো হয়নি। যদিও পুরকর্তাদের দাবি, সরানোর কাজ চলছে, সময় লাগবে। বিশেষজ্ঞরা বসে আছেন।

সংগ্রহশালার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাগবাজারে ভগিনী নিবেদিতার বাড়িতে তৈরি সংগ্রহশালার ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করলেন শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের প্রেসিডেন্ট প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সন্ন্যাসিনী ও ভক্তেরা।

এখানে — ওখানে

মধুয়া সংঘে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-উত্তর ২৪ পরগণার শ্যামনগরে গুড়দহতে মধুয়া সংঘের আমন্ত্রণে ৩০ সেপ্টেম্বর সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। এই শিবিরে থ্যালাসেমিয়া রোধে অবশ্য করণীয় বিষয়গুলি নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। পরে থ্যালাসেমিয়া ওপর কুইজও পরিচালনা করেন তিনি। এই সচেতনতা শিবিরে স্থানীয় মধুয়া সংঘের সভাপতি সমর পাঠক এবং সম্পাদক মণ্টুদাস বৈরাগী সহ প্রমুখ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর কলকাতায় চলাচল ক্লাবে প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি-উত্তর কলকাতা চলাচল ক্লাবের সৌজন্যে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ২১ অক্টোবর স্বাস্থ্য শিবির এবং থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। চলাচল ক্লাবের স্বাস্থ্য শিবিরটি পরিচালনা করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। সচেতনতা শিবিরে থ্যালাসেমিয়ার ওপর বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজ পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য আশীষ সাহা। স্বাস্থ্য শিবিরে ইসিজি এবং রক্ত পরীক্ষা করাতে আসেন বহু স্থানীয় মানুষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চলাচল ক্লাবের পুজো কমিটির সভাপতি মলয় শেঠ, সম্পাদক প্রতাপ ভট্টাচার্য ও রাজীব মিত্র সহ প্রমুখ সদস্যবৃন্দ।

বড়ো একা লাগে

৮৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুদর্শনা মুখার্জির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য, তমাল বোস, উমা চৌধুরী সহ 'বড় একা লাগে'-র সদস্যবৃন্দ কর্মকর্তাগণ।

বিচারের ভার

দুর্গাপুজোয় শহরের 'শারদীয়া সম্মান সম্মান'-এর বিচারের দায়িত্ব পালন করছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য।

নিখরচায় থ্যালাসেমিয়া মশাসুর বধ

সচেতনতা শিবির ঝিকঝিকি-তে

নিজস্ব প্রতিনিধি-উল্টোডাঙা দক্ষিণদাড়ি খেলার মাঠের সামনে ঝিকঝিকির উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশনের সহায়তায় ৩০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। সচেতনতা শিবিরে সচেতনতার উপর মূল বক্তব্যটি রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য এবং পরে থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজও পরিচালনা করেন তিনি। এই সচেতনতা শিবিরে মূল উদ্যোক্তা ছিলেন মৃণালিনী পাল।

এগিয়ে এল কে এম ডি এ

অনুষ্ঠান মঞ্চে সম্বর্ধনা নিচ্ছেন সঞ্জীব আচার্য।

নিজস্ব প্রতিনিধি-দুর্গাপুজার প্রাক্কালে কে এম ডি এ কনট্রাক্টরস ফেডারেল ইউনিটি ফোরাম ১০ অক্টোবর সল্টলেকে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১২ জন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের নিখরচায় জীবনদায়ী ওষুধ এবং পুজোর নতুন পোষাক দিল। এই অনুষ্ঠানে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন সর্বতো ভাবে সহযোগিতা করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য এবং ফেডারেল ইউনিটি ফোরাম পক্ষ থেকে শঙ্খ গাঙ্গুলী এবং রাজা সরকার।

দেবীপক্ষের শুরুতে মহালয়ার দিন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন আয়োজিত 'অন্য দুর্গাপুজো' সহ মশাসুর বধ নাটক অনুষ্ঠানের শুরুতে শ্যামবাজারে রাজীব গান্ধী জন্মোৎসব কমিটির মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য।

অন্য দুর্গাপুজো

প্রথম পাতার পর

মহালয়ার দিন বিকেল থেকেই শুরু সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের 'অন্য দুর্গাপুজো'। অনুষ্ঠানের শুরু শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে। মঞ্চে প্রাথমিক বক্তব্য শেষে শুরু হয়ে যায় নাটক। নাটক শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে বেশ কিছু মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট। দেবী-পক্ষের শুরুতেই সাধারণ মানুষ মন-প্রাণ-ভরে আশীর্বাদ জানায় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনকে। পরবর্তী অনুষ্ঠান শুরু হয় পাইকপাড়া ভারত সংঘে। সেখানেও প্রচুর মানুষ জমায়েত হয় এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে। এখানে ও মারণরোগ থ্যালাসেমিয়া রোধ করবার উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কাজটি করা হয়। এরপর যথারীতি আগমন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এরপর একে একে তবনাথ সেন স্ট্রিটের ফ্রেন্ডস ইউনিয়নে, বাগবাজারে কাশিপুকুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটিতে, শ্যামপুকুরে রাজীব গান্ধী জন্মোৎসব কমিটিতে, নর্থ ক্যালকাটা চলাচল ক্লাবে এবং বাগমারি বাজারে শিবস্থ ব্যায়ামাগার শেষ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, সুপর্ণা ঘোষ, শরদিন্দু চ্যাটার্জি, এস. এস. চন্দ, মলিন দত্ত এবং গৌতম শীল। ভাষ্যপাঠে ছিলেন আশীষ সাহা, মিশ্পি রাহা এবং আবহ সংগীতে সাহায্য করেছেন সন্দীপ মিত্র।

মানবপুজো এবং মশাসুর বধ একটি সময়োচিত অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটি সার্থক করে তুলতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানস্থলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন সংগঠনের সদস্য আশীষ সাহা, ববিতা দাস, সঞ্জয় সেনগুপ্ত, তপন ব্যানার্জি, অনুপম দাস, রাজীব মিত্র ও রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী প্রমুখ। এছাড়া অনুষ্ঠানে খাদ্যসামগ্রী প্রদানের দায়িত্ব সুচারু-রূপে পালন করেন দি সেরাম অ্যানালাইসিস সেন্টারের কর্ণধার নিবেদিতা আচার্য, সংগঠনের সদস্য মালঞ্চ সাহা, আলোচনা সিকদার, মিশ্পি রাহা, সঞ্জয় শরদিন্দু বিশ্বাস, অনুপম রায় সহ আরও অনেকে।

জনপ্রিয়তার শীর্ষে সেরাম শারদ বরণ ২০১৮

প্রথম পাতার পর

রায় নিয়েছেন তারই ভিত্তিতে কলকাতা উত্তরের চারটি পর্যায়ে চার বিজেতারা হলেন চোরবাগান সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি, সিকদার বাগান সাধারণ দুর্গোৎসব কমিটি, উল্টোডাঙ্গা জাগরণী সংঘ এবং দর্জিপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি (কলকাতা উত্তর)। কলকাতা পূর্বে একে ব্লক অ্যাসোসিয়েশন, ট্যাংরা ঘোষ পাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব, প্রফুল্ল কানন (পূর্ব) সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি এবং সমন্বয় পার্ক ভারতচক্র ক্লাব। কলকাতা দক্ষিণে নাকতলা উদয়ন সংঘ, দক্ষিণ কলকাতা সর্বজনীন দুর্গাপুজা, পশ্চিম পুঁটিয়ারী পল্লী উন্নয়ন সমিতি এবং কালীঘাট নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট। কলকাতা পশ্চিমে বড়িশা-সার্বজনীন দুর্গোৎসব, খিদিরপুর ২৫-র পল্লী, বেহালা ২৯-র পল্লী এবং হরিদেবপুর আদর্শ সমিতি। হাওড়াতে কামারডাঙ্গা শীতলাতলা বারোয়ারি, ইছাপুর ক্যানাল সাইড সার্বজনীন শ্রীদুর্গোৎসব, কাসুন্দিয়া নবীন দল এবং সালকিয়া সাধারণ দুর্গাপুজো।

হাওড়া নিয়ে মোট পাঁচটি দলের অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে তাপস চক্রবর্তী (উত্তর কলকাতা), সঞ্জয় সাহা (কলকাতা পূর্ব), বিশ্বজিৎ সামন্ত (কলকাতা দক্ষিণ), সুদীপ্তা কর্মকার (কলকাতা পশ্চিম) এবং সুজয় ঘোষ (হাওড়া)। যথাক্রমে পাঁচটি দলের বিচারকরা ছিলেন মৌসুমি দাস, সূর্য দত্ত, দেবপ্রাণ দে, মৌমিতা মিত্র (উত্তর কলকাতা)। পূর্ব কলকাতায় পিন্টু ভট্টাচার্য, শুভ সেন পোদ্দার, মোনালিসা হালদার এবং প্রদীপ ঘোষ। সন্দীপ মিত্র, স্বাতী বিশ্বাস, বিভাস শূর এবং পাথপ্রিয়া চ্যাটার্জি (দক্ষিণ কলকাতা)। কলকাতা পশ্চিমে অমিত কুমার দাস, রজত বোস, সমিতা নাগ এবং বৃত্তিশ্রী বাগচী। হাওড়ার বিচারকরা হলেন অপূর্ব রায়, সন্দীপন অধিকারী এবং অশোক ভট্টাচার্য। পাঁচটি দলের পর্যবেক্ষকরা হলেন যথাক্রমে বিপ্লব গুই, দেবাশীষ ভট্টাচার্য, শুভজিত মিত্র, ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি, রুমিতা পাল (উত্তর)। আশীষ সাহা, সুমন মুখার্জি, বীরেশ্বর পাল, শৈলেন পাল, সুমিত মুখার্জি (পূর্ব)। পিন্টু দে, দেবাশীষ দাস, মিশ্পি রাহা, শুভঙ্কর রায়, রোহিন আচার্য, পায়েল পাত্র (দক্ষিণ)। সুমিত ভট্টাচার্য, অমিত বিশ্বাস, অনুপম রায়, শরদিন্দু চ্যাটার্জি, সোহেল পাত্র (পশ্চিম)। দেবজ্যোতি শীল, চিরঞ্জিত মণ্ডল, রিক্তা বিশ্বাস, তন্ময় মাইতি, রামকৃষ্ণ ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, সপ্তর্ষি ধর (হাওড়া)।

সপ্তমীর সকালে প্রতিটি পুরস্কার প্রাপকদের প্যান্ডেলে উপস্থিত থেকে উদ্যোক্তাদের মেডেল এবং নগদ পুরস্কার হাতে তুলে দেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যরা। দেবীপক্ষের শুরু থেকে এক বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়োজন সেরাম থ্যালাসেমিয়া ২০১৮-র আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটল আগামী বছরের আশা প্রত্যাশা নিয়ে।

ফ্রেন্ডস ইউনিয়নে খাদ্যসামগ্রী প্রদান — নিজস্ব চিত্র

বর্ণময় বিজয়া সম্মেলনীতে প্রাণের উচ্ছ্বাস

প্রথম পাতার পর

সম্মেলন এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য এবং গৌতম সুন্দর।

বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে সাধারণত একে অপরের সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময় করে। কিন্তু সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের বিজয়া সম্মেলনী সবসময়ই একটু ব্যতিক্রমী হয়ে থাকে। যার ফলে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সঙ্গে জড়িত অনেক গুণীজন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠান শুরু হয় সাংগীতিক গোষ্ঠীর প্রয়াত সভাপতি শিপ্রা মল্লিকের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। এরপর একে একে সংগীতের ডালি নিয়ে উপস্থিত শ্রোতাদের আনন্দমুগ্ধ করেন ঋতুপ্রিয়া রায়, রাজশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃন্দতোষ চট্টোপাধ্যায়, চামেলি ধর, সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম আচার্য, রাজা রায়, দেবপ্রিয়া রায়, রুপা সরকার, সুমনা নাথ, সৌরভ চৌধুরী, বিরাট শর্মা, পিনাকী চক্রবর্তী এবং কুমার অভিষেক সহ অন্যান্যরা। কর্মসূচী সংবাদ পরিবেশন করেন মলয় চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিষ্ঠা দাস।

আবৃত্তিতে ছিলেন অসীমা ভড় ও মোনালিসা হালদার। এছাড়া সত্যিকথা পত্রিকার কর্ণধার গৌরীশংকর চট্টোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে তাঁর ৮০তম জন্মদিনও পালন করা হয় বিজয়া সম্মেলনীর মঞ্চে। শারদ সম্মানের সম্মানীয় বিচারক মনব সরকারকেও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এই মঞ্চে। এছাড়া সংগঠনগতভাবে গার্গী সংঘ, শোভাবাজার বড়তলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব, শিক্ষা এডুকেশনাল ট্রাস্ট, শ্যামবাজার প্রদীপ সংঘ, বাগুইআটি দৃষ্টি কাঁটাপুকুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব, কুমোরটুলী সার্বজনীন দুর্গোৎসব, দ্য লাইফ, ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইড এবং হাওড়া আন্তরিক গোষ্ঠীর কর্ণধারদেরও সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয়। আগামী বছরের প্রত্যাশা রেখে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

নিখরচায় স্বাস্থ্য শিবিরে ব্যাপক সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি-সুস্থ ও সবল থাকতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হার্টের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল হওয়া। সেকারণেই 'ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে'-কে সামনে রেখে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন

মঞ্চে উপস্থিত ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য ও বক্তব্য দিচ্ছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য।

ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বরে সংগঠনের নিজস্ব অডিটোরিয়ামে 'রাখতে ভাল হার্ট, জানতে হবে আর্ট'- এই শিরোনামে একটি নিখরচায় হার্ট পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল। এই শিবিরে চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য। এই স্বাস্থ্য শিবিরকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কার্যধারাকে আবদ্ধ না রেখে এই সংগঠন জনমুখী স্বাস্থ্য চেতনা গড়ে তুলতেও বদ্ধপরিকর বলে জানান সেরাম থ্যালাসেমিয়া ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন নিখরচায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির সারা বছর ধরেই সংগঠিত করে। কলেজ, বিদ্যালয় ও ক্লাব সংগঠনে প্রতি মাসেই এই স্বাস্থ্যশিবির করা হয়ে থাকে।

দীর্ঘতম সেতু

হংকং-ঝুহাই-ম্যাকাও ব্রিজ

হংকং-সমুদ্রের ওপর দিয়ে ৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা চলে গিয়েছে। বিশ্বের এই দীর্ঘতম সেতুর উদ্বোধন করলেন চিন প্রেসিডেন্ট শি চিনফিং। এই সেতু চিনের সঙ্গে জুড়েছে হংকং আর ম্যাকাওকে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন হংকং এবং ম্যাকাওয়ের দুই নেতা ক্যারিলাম ও ফারনেন্ডো চুই। ৩৯,৫০০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে তৈরি এই সেতু মোট ১১টি শহরকে ছুঁয়ে যাবে। এখানে বাস করেন প্রায় ৭ কোটি মানুষ। এই সেতু ব্যবহারকারীদের মোটা টাকা টোল ট্যাক্স গুনতে হবে। ন'বছর ধরে প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে এই সেতু তৈরি করেছে চিন সরকার। জাহাজ চলাচলের রাস্তা খোলা রাখতে সেতুটির প্রায় সাড়ে ছ'কিলোমিটার অংশ সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এই সেতু তৈরির সময় মোট ১৮ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। এই শ্রমিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চিনের সমালোচনা করছে সেই দেশের শ্রমিক সংগঠনগুলি। অবশ্য গোপনে এই সমালোচনা করতে হচ্ছে, কারণ শাসকরা এখানে সমালোচনাকে ভয় পায়।

চুক্তি থেকে বেরনোর হুমকি দিলেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন-নেভাদার নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানালেন, রাশিয়া অনেকদিন ধরেই পরমাণু চুক্তি মানছে না। ফলে তিন দশকের পুরনো চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবছে আমেরিকা। ট্রাম্পের এই হুমকির উত্তর দিয়েছে রাশিয়া। তাদের বক্তব্য, আমেরিকা এই চুক্তি বাতিল করলে ফল ভাল হবে না। চুক্তির রূপকার প্রাক্তন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভও মনে করেন, আমেরিকা এই চুক্তি বাতিল করলে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া বড় ধাক্কা খাবে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকবছর ধরেই চুক্তি ভাঙার অভিযোগ তুলছে আমেরিকা।

শ্রীলঙ্কা উত্তপ্ত

কলম্বো-প্রেসিডেন্ট এবং ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দড়িটানাটানি চলছে। সাংবিধানিক সংকটের মধ্যে ২৮ অক্টোবর গুলি চলেছে শ্রীলঙ্কায়। মৃত্যু হয়েছে এক জনের। সেই গুলি চালিয়েছেন শ্রীলঙ্কায় বিশ্বজয়ী ক্রিকেট অধিনায়ক এবং সদ্য প্রাক্তন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী অর্জুন রণতুঙ্গার দেহরক্ষীরা। বিশেষজ্ঞরা অনাস্থা পোষণ করেছেন।

ব্রেক্সিট প্রতিবাদ

লন্ডন-রাস্তায় নেমে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। তাঁদের সকলের দাবি, ব্রেক্সিট নিয়ে ফের গণভোট হোক। প্রথমে বিষয়টি নিয়ে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। তাহলেই ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হবে। পুলিশের বক্তব্য, সাত লাখ লোক রাস্তায় হাঁটছেন, এটা তাদের কল্পনার বাইরে। এই মিছিলে অনেক সাংসদও অংশগ্রহণ করেছেন। ব্রেক্সিট নিয়ে ভালো করে প্রচার করেই আবার গণভোটের দাবি জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

সাংবাদিক খুন

রিয়াধ-প্রায় ১৮ দিন অস্বীকার করার পরে শেষ পর্যন্ত সৌদি আরব স্বীকার করে নিল, ইস্তানবুলে তাদের দূতাবাসের ভিতরেই মৃত্যু হয়েছে সাংবাদিক জামাল খাশোগির। তারা জানিয়েছে ইতিমধ্যেই তদন্ত চালিয়ে দু'জন শীর্ষস্থানীয় প্রশাসনিক কর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

কড়া বার্তা হাসিনার

ঢাকা-চলতি বছরের শেষে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বিরোধীদের সব ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার আশ্বাস দিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এক সাংবাদিক সম্মেলনে হাসিনা জানান, নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। বাংলাদেশে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হোক, এটাই আমরা চাই। এবার ভোটের আগে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করা হবে।

অটোচালকের ৩০০ কোটি

করাচি-করাচির অটোচালক রশিদ ফেডারেল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির (এফ আই এ) ফোন পান। ওদের অফিসে যাওয়ার পর অফিসাররা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের রেকর্ড দেখান। তাতে দেখা যাচ্ছে ৩০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। রশিদ জানান, 'এর কিছুই আমি জানি না, আমি দিন আনি দিন খাই। এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।' এরপর রশিদকে গ্রেপ্তার না করে গোয়েন্দারা ছেড়ে দেন।

পাশ হল না প্রস্তাব

সিডনি-মাত্র দু'ভোটের ব্যবধান। অস্ট্রেলিয়া সেনেটে পাশ হল না 'শ্বেতাঙ্গ বিরোধী বৈষম্য' বিষয়ক বিল। শরণার্থী বিরোধী সেনেটর পলাইন হ্যানসন বিতর্কিত এই বিলটি সেনেটে পেশ করেছিলেন। এই বিলের বক্তব্য ছিল, শ্বেতাঙ্গ বিরোধী বৈষম্য যেভাবে বাড়ছে, তা পশ্চিমি সভ্যতার ওপর আঘাত। এখানে শ্বেতাঙ্গ হওয়াই যেন অপরাধ। এই প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটিতে ৩১-২৮ ভোটে হেরে যায় প্রস্তাবটি।

যাত্রা অসফল

চিন-উৎক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গেই মুখ থুবড়ে পড়ল চিনের একটি বেসরকারি সংস্থার প্রথম রকেট জেড কিউ-১। প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে রকেটটি ঠিক কাজ করেছে দেখে উৎসাহ বেড়ে যায় কিন্তু চূড়ান্ত ধাপে গিয়েই বিগড়ে যায় সেই রকেট।

ভোটের বলি ২৮

কাবুল-লাগামহীন সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে ২৪ অক্টোবর সংসদীয় নির্বাচনে ভোট দিলেন আফগানরা। এই ভোটে সন্ত্রাসের মাত্রা ছিল যথেষ্ট। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রীর বয়ান অনুযায়ী ভোটের দিন ২০০টি হামলা হয়েছে আফগানিস্তানে। সন্ত্রাসের মৃত্যু হয়েছে ২৮ জনের, আহতও প্রচুর। এতে ভোটিংয়ে কোনও অসুবিধা হয়নি। ভোটের তালিকায় অনেকের নাম না ওঠার জন্য তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৬৯৫০
(০৩৩)২৪৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ ৯৮৩০০৬৬৫২৯

প্রঃ জন্ডিসের ব্যাপারে বিশদ জানালে উপকৃত হব।

বরুণ আচার্য, লেকটাউন

'জন্ডিস' কথাটি শুনলেই আমাদের চোখের সামনে একটা পীতাভ চেহারা ভেসে ওঠে। এটা মারাত্মক অসুখ সবাই জানে। এখানে এই জন্ডিস সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করা হল।

জন্ডিস আসলে কোনও রোগ নয়, রোগের লক্ষণ মাত্র। নানারকম কারণের জন্য যখন শরীরে বিলিরুবিন নামক পদার্থের আধিক্য ঘটে এবং শরীরের নানা অংশ হলুদ হয়ে যায়, সেই অবস্থাকে জন্ডিস বলা হয়।

বিলিরুবিন তৈরি হয় যকৃত ও প্লীহাতে, হিম নামক যৌগ থেকে। এই বিলিরুবিন পিত্তরসের সঙ্গে মিশে শেষে খাদ্যনালীর মধ্যে গিয়ে পড়ে।

রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা সাধারণত 1mg/dl-এর মধ্যে থাকে। এর মাত্রা 3mg/dl ছাড়িয়ে গেলে, তখন জন্ডিসের লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন—চোখ, মূত্র ও সারা শরীর হলুদ হয়ে যায়।

কারণঃ

কারণ অনুযায়ী জন্ডিসকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

হিমোলাইটিক জন্ডিসঃ

আমাদের শরীরের লোহিত রক্তকণিকা বিদীর্ণ হয়ে যাবার ফলে (হিমোলাইসিস) বিলিরুবিন আমাদের শরীরে বেশি পরিমাণে তৈরি হয়, তাকে হিমোলাইটিক জন্ডিস বলে। নানারকম কারণে এই জন্ডিস দেখা দেয়। যেমন—ম্যালেরিয়া, কিছু ওষুধের প্রভাবে, জন্মগত রোগের জন্য যেমন—থ্যালাসেমিয়া, সিকল সেল অ্যানিমিয়া, স্ফেরোসাইটোসিস, গ্লুকোজ ৬ ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ-এর অভাব, সাপের বিষের প্রভাব ইত্যাদি।

হেপাটোসেলুলার জন্ডিস (অর্থাৎ লিভারের অসুখ)ঃ

এর প্রধান কারণগুলি হল—হেপাটাইটিস 'এ', 'বি', 'সি', 'ই', অ্যালকোহলঘটিত হেপাটাইটিস ওষুধের প্রভাবে হেপাটাইটিস, অটোইমিউন হেপাটাইটিস, উইলসন'স ডিজিজ ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে হেপাটাইটিস 'এ' এবং 'বি' সাধারণভাবে বেশি দেখা যায়।

অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসঃ

গলব্লাডারের নালীতে পাথর/ স্টোন, কোলানজিওকারসিনোমা, গলব্লাডার ক্যান্সার, প্যাংক্রিয়াস ক্যান্সার, ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, ওষুধের প্রভাবে, প্রাইমারী বিলিয়ারি সিরোসিস প্রভৃতি।

উপসর্গঃ

জন্ডিস হলে চোখ, প্রস্রাব, গা, হাত, পা জিভ হলুদ হয়ে যায়। লিভারের অসুখে বমি বা বমির ভাব, জ্বর, খিদে কমে যাওয়া, গা-হাত-পা ব্যথা প্রভৃতি হয়। আবার অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হলে গা চুলকোয়, স্টুল সাদা হতে পারে, পেটে ব্যথাও হতে পারে।

রোগনির্ণয়ঃ

রোগীর উপসর্গ শুনে তারপর শারীরিক পরীক্ষা করতে হবে। চোখ, জিভ, হাত, পা শরীরে রক্ত দেখতে হবে। পেট পরীক্ষা করে লিভার, প্লীহা প্রভৃতি পরীক্ষা করতে হবে।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষার জন্য যেমন-রক্তপরীক্ষা, লিভার ফাংশন টেস্ট, ইউরিন টেস্ট, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, প্রয়োজনে সিটি স্ক্যান, হেপাটাইটিস 'এ', 'বি', 'সি', 'ই' পরীক্ষা, প্রোথ্রম্বিনটাইম, প্রয়োজনে ইআরসিপি, এমআরসিপি প্রভৃতি করার দরকার হয়।

রোগীর কোনও নেশা আছে কিনা তাও জানতে হবে, কারণ আগেই বলা হয়েছে অ্যালকোহল বেশি পরিমাণে খেলে জন্ডিস হতে পারে।

হিমোলাইটিক জন্ডিস ধরার জন্য রক্তের কমপ্লিট হিমোগ্রাম (এর মধ্যে রেটিকুলোসাইট কাউন্ট থাকতে হবে), হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস এবং প্রয়োজনে আরও কিছু প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করার দরকার হয়।

সাধারণতভাবে আমরা যে জন্ডিস দেখি তা বেশিরভাগই হেপাটাইটিস 'এ' এবং কিছু ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস 'বি'।

হেপাটাইটিস 'এ' ছড়ায় খাবার ও জল থেকে। ঠিকমতো হাত না ধুলে, স্বাস্থ্যসম্মত বিধি পালন না হলে এর সম্ভাবনা দেখা দেয়।

হেপাটাইটিস 'বি' ছড়ায় সংক্রমিত রোগীর রক্ত অন্য কোনও ব্যক্তির রক্তের সঙ্গে মিশে গেলে।

সংক্রমিত ব্যক্তির দেহে যে সিরিঞ্জে ইনজেকশন দেওয়া হয়, তা যদি অন্য কোনও ব্যক্তির শরীরে ব্যবহার করা হয় বা সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত ঠিকমতো পরীক্ষা না হয়ে অন্য কোনও ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, তাহলে এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

চিকিৎসাঃ

হেপাটাইটিস 'এ' বা 'বি' হলে কিছু ওষুধ দেওয়া হয়। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী দীর্ঘদিন ঘরে বসে থাকার দরকার নেই। অল্প বিশ্রাম হলেই চলে যায়। একদম সেদ্ধ খাবারও খাওয়ার কোনও দরকার নেই। অল্প তেল, মশলা ব্যবহার করা যেতেই পারে। মাছ মাংসও খাওয়া যেতে পারে। অতিরিক্ত গ্লুকোজ খাবারও কোনও দরকার নেই, বরং তাতে বমি ভাব হতে পারে। হেপাটাইটিস 'বি' বা 'সি' হলে ইন্টারফেরন এবং কিছু ওষুধ দেওয়া যায়। কিন্তু এ খুবই ব্যয়সাপেক্ষ।

অ্যালকোহল থেকে জন্ডিস হলে অ্যালকোহল একদম ছেড়ে দিতে হবে এবং আনুষঙ্গিক চিকিৎসা করতে হবে। ওষুধ থেকে হেপাটাইটিস সন্দেহ হলে ওই ওষুধ বন্ধ করতে হবে। গলব্লাডার এবং তার আশেপাশে পাথর হলে অপারেশন করতেহবে। ক্যান্সার হলে তার চিকিৎসা করতে হবে। যেমন-অপারেশন, কেমোথেরাপি প্রভৃতি। হিমোলাইটিক জন্ডিসের ক্ষেত্রে হিমোলিসিসের কারণ চলে গেলেই জন্ডিসও কমে যায়। এরজন্য আলাদা কোনও চিকিৎসার দরকার নেই।

প্রতিরোধঃ

হেপাটাইটিস 'এ' বা 'ই' যাতে না হয় তার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও জল খাওয়া উচিত।

সবসময় হাত ধুয়ে খাওয়া উচিত। এবং রাস্তায় যেখানে সেখানে খাওয়া উচিত নয়।

হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' যাতে না হয়, তার জন্য ইনজেকশন নেওয়ার সময় ডিসপোজেবেল সিরিঞ্জ ব্যবহার করা উচিত এবং ব্যবহার করার পর তা নষ্ট করে দেওয়া উচিত।

রক্ত দেওয়ার সময় দেখে নেওয়া দরকার যে ওই রক্তে হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি'-এর পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা।

হেপাটাইটিস 'বি'-এর টিকা নেওয়া দরকার, বিশেষত যারা ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন এবং নার্স, ডাক্তার প্রভৃতি পেশার লোকেদের জন্য।

অ্যালকোহল থেকে লিভারের অসুখ হতে পারে। একথা ভালোভাবে জানা দরকার।

এই সমস্ত ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তুলতে পারলে তবেই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে।

(পুনর্মুদ্রিত)

সম্পাদকীয়

(না) সর্বজনীন

কলকাতার দুর্গাপুজো দেখতে শহরে দূর-দূরান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। এখানে থিম পুজোর রমরমা। আলোকসজ্জার রকমারি বাহার, সাবেকি প্রতিমার ছড়াছড়ি, প্যান্ডেল সজ্জার অভিনবত্ব, এককথায় দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে গ্রাম-গঞ্জ-শহরতলীর আমজনতারা কলকাতাকেই পাখির চোখ করে দলে দলে পা-বাড়ায় তিলোত্তমার উদ্দেশ্যে। অথচ এত সার্বজনীন পুজোমণ্ডপে সর্বজনীনের প্রবেশাধিকারের সুযোগ খুবই সীমিত। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী এবং সর্বোপরি হুইল চেয়ারে আসীন সন্তান বা পিতা-মাতা, দাদু-ঠাকুর্দাদের প্রতিমা দর্শনের জন্য ক'টি মণ্ডপ শহরে হয়েছে, তা হাতে গুনে বলে দেওয়া যাবে। অধিকাংশ মণ্ডপেই হুইল চেয়ারের প্রবেশের ব্যবস্থা নেই। মণ্ডপের অনেক দূর থেকেই ফিরে যেতে হয়েছে এদের অনেককেই। এটাই কি সর্বজনীন? অথচ থিম নিয়ে মাসাধিককাল গোপনীয়তা, মণ্ডপের শিল্প ভাবনা ও উৎকর্ষ নিয়ে উদ্যোক্তারা যতটা ভাবেন, এই মানবিক বিষয়টি নিয়ে ততটা উদ্যোগী নন। বার্ধক্যজনিত রোগ, অসুস্থতার কারণে যারা চলৎশক্তি হারিয়েছেন, তাদের স্বাচ্ছন্দে পুজো দেখার জন্য কী ব্যবস্থা করা হয় যদিও বা কষ্ট করেই অনেক দূর পথহেঁটে চলে প্রতিমা দর্শন করার ইচ্ছে থাকে, তা বর্জন করতে হয় বিশ্রামের জায়গার অভাবে। ক্লাবের কর্তারা বা স্থানীয় মানুষজন সব চেয়ার দখল করে পুজোর শোভা বাড়ান। প্রতিবন্ধী এবং অশক্তদের পৃথক প্রবেশের কোনও ব্যবস্থাই থাকে না। এটাই শহরের পুজো উদ্যোক্তাদের গা-উদাসীনতার নীট ফল। যেটা বছর ধরে যারা উপেক্ষিত। পুজোর হিড়িকিয়াতে তাদের আর কে মনে রাখবে? ফলে তারা সর্বজনীন পুজোতেও ব্রাত্যই থেকে যান।

মানুষ তার প্রতিবন্ধকতাকে বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণের সাহায্যে জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু সমস্যা সেখানে নয়। যখন সমাজজীবনে সুস্থ মানুষেরা প্রতিবন্ধকতাকে "ভিন্ন" চোখে দেখে পৃথক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেখানেই বিপত্তি বাড়ে। এরকম উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে অনেক রয়েছে। বাস, ট্রেন প্রভৃতি যানে প্রতিবন্ধীদের আসন সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু স্টেশনে সিঁড়ির বিকল্প নেই, মেট্রো হুইল চেয়ারের উপযোগী নয়। শৌচাগারে পৃথক ব্যবস্থা নেই। এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এটাই কি ভিন্ন চোখে দেখার মত নয়? প্রতিবন্ধীদের মধ্যে মানসিক প্রতিবন্ধীরা চরম উপেক্ষিত।

তবুও শহরে হাতে গোনা কিছু ব্যতিক্রমী পুজো হয়েছে। দৃষ্টিহীনদের জন্য বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। এসব ভাল উদ্যোগ। পুজোর মধ্যেই খবরে প্রকাশ, উত্তর চব্বিশ পরগণার একটি গ্রামে সুস্থ হয়ে ওঠা মানসিক রোগীরা গ্রামের মানুষদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকছেন। জীবনের মূলস্রোতের সঙ্গে এদের নিয়ে চলাটাই আসল কাজ, দূরে সরিয়ে রাখাটা অপরাধ। কারণ এরা সকলেই আমাদের সমাজের অঙ্গ। আগামী শারদীয়া লগ্নে শহরের পুজো উদ্যোক্তাদের এই বিশেষ দর্শকদের কথা মাথায় রেখে বোধের পুষ্টি ঘটুক, হোক সর্বজনীনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ।

জগৎ

স্বামী বিবেকানন্দ

জগৎ কোথা হইতে আসে, কাহাতে অবস্থিতি করে এবং কাহাতেই বা লয় হয়? ইহার উত্তর, মুক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি, বন্ধনে ইহার বিশ্রাম এবং অবশেষে মুক্তিতে ইহার পুনর্গতি। সুতরাং যখন বলি, মানুষ সেই অনন্ত সত্তার প্রকাশমাত্র, তখন বুঝিতে হইবে, উহা তাহার অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। এই দেহ ও এই মন যাহা দেখিতেছি, তাহারা সমগ্র প্রকৃত মানুষের এক অংশমাত্র, সেই অনন্ত পুরুষের এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই সেই অনন্ত পুরুষের এক অংশমাত্র। আর আমাদের সমুদয় বন্ধন, আনন্দ, বিষাদ, সুখ আশা সবই কেবল এই ক্ষুদ্র জগতের ভিতরে। উন্নতি অবনতি সবই এই ক্ষুদ্র জগতের ভিতরে। অতএব আপনারা দেখিতেছেন, এই জগৎ চিরকাল থাকিবে, ইহা আশা করা এবং স্বর্গে যাইবার আশা করা কি ছেলেমানুষী! স্বর্গের অর্থ—এই জগতের পুনরাবর্তন। আপনারা স্পষ্টই দেখিতেছেন, সমুদয় অনন্ত জগৎকে আমাদের সীমাবদ্ধ জগতের মত করিতে চেষ্টা করা কি ছেলেমানুষী ও অসম্ভব ব্যাপার! অতএব যখন মানুষ বলে, সে এইরূপভাবেই চিরদিন থাকিবে, এখন যাহা লইয়া আছে, তাহা লইয়াই চিরদিন থাকিবে, অথবা আমি যেমন কখন বলি, যখন মানুষ আরামের ধর্ম চায়, আপনারা নিশ্চয় করিতে পারেন যে, সে এতদূর অবনত হইয়া পড়িয়াছে যে, সে এক্ষণে নিজে যাহা, তাহার অতীত কিছু—সে বর্তমানে যে সকল অবস্থার ভিতর রহিয়াছে, তাহার অতিরিক্ত কিছু ধারণা করিতে পারে না।

জীবনানন্দ দাশ—খণ্ড-বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃত্যুময় সচেতন অনুনাদও এক এক সময়ে যেন থেমে যায়, একটি পৃথিবীর অন্ধকার ও স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস—পণ্ডিতেরা অনেক জানে-শোনে—বেদ, পুরাণ, তন্ত্র। কিন্তু শুধুই পাণ্ডিত্যে কি হবে? বিবেক বৈরাগ্য চাই। বিবেক-বৈরাগ্য যদি থাকে, তবে তার কথা শুনতে পারা যায়। যারা সংসারকে সার করেছে, তাদের কথা নিয়ে কি হবে?

মাসতামামি

১ নভেম্বর	—	শ্রমিক ও কৃষকের দল গঠন হল বাংলায় ১৯২৫।
		বিশ্বে প্রথম হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার করল আমেরিকা ১৯৫২।
		কলকাতায় প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হল ১৮৮১।
২ নভেম্বর	—	ইংল্যান্ডে রবার্ট ক্লাইভের আত্মহত্যা ১৭৭৪।
		পেনসিলভেনিয়াতে প্রথম বাণিজ্যিক রেডিও স্টেশন চালু হল ১৯২০।
৩ নভেম্বর	—	দেশে প্রথম গোল্ড বন্ড চালু ১৯৬২।
		কুকুর 'লাইকা'-কে নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দিল রকেট ১৯৫৭।
		চিলিতে আলেন্দের সরকার গঠন ১৯৭০।
৪ নভেম্বর	—	ঋত্বিক ঘটকের জন্ম ১৯২৫।
		দার্জিলিংয়ে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট স্থাপন ১৯৫৪।
৫ নভেম্বর	—	আমেরিকার ৪৪তম প্রেসিডেন্ট হলেন বারাক ওবামা।
৬ নভেম্বর	—	লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির চূড়ান্ত বিপ্লব শুরু ১৯১৭।
৭ নভেম্বর	—	রাশিয়াতে বিপ্লবীদের জয়, নভেম্বর বিপ্লব দিবস ১৯১৭।
		মাদাম কুরীর জন্ম ১৮৬৭।
৮ নভেম্বর	—	এক্স রে আবিষ্কার করলেন রন্টজেন ১৮৯৫।
৯ নভেম্বর	—	ছৌ নৃত্য বিশারদ গম্ভীর সিং মুড়ার মৃত্যু ২০০২।
১০ নভেম্বর	—	কলকাতাকে বিক্রি করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৯৮।
১১ নভেম্বর	—	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত ১৯১৮।
		মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-এর জন্ম ১৮৮৮।
১২ নভেম্বর	—	বাংলায় মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়ে দশ লাখ মানুষের মৃত্যু ১৯৭০।
		প্রথম গোল টেবিল বৈঠক ১৯৩০।
১৩ নভেম্বর	—	নভেলিস্ট লুইস স্টিভেনসনের জন্ম ১৮৫০।
১৪ নভেম্বর	—	কর্মচারী রাজ্য বীমা নিগম স্থাপন ১৯৫৫।
		জওহরলাল নেহেরুর জন্ম ১৮৮৯।
১৫ নভেম্বর	—	সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা বীরসা মুন্ডার জন্ম ১৮৭৫।
		গান্ধীজির হত্যাকারীকে শাস্তি ১৯৪৯।
১৬ নভেম্বর	—	সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়াকে স্বীকৃতি দিল আমেরিকা ১৯৩৩।
		ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর জন্ম ১৮৩৫।
১৭ নভেম্বর	—	মাতঙ্গিনী হাজরার জন্ম ১৮৭০।
		স্বাধীনতা সংগ্রামী বিষ্ণু পিংলের ফাঁসি ১৯১৫।
১৮ নভেম্বর	—	বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভের ভারত সফর ১৯৫৫।
১৯ নভেম্বর	—	ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম ১৯১৭।
		গীতিকার, সুরকার ও গায়ক সলিল চৌধুরীর জন্ম ১৯২৫।
		ডালহৌসির নাম বদল করে হল বিনয় বাদল দীনেশ বাগ ১৯৬৯।
২০ নভেম্বর	—	টিপু সুলতানের জন্ম ১৭৫০।
		কলকাতায় বোস ইনস্টিটিউট স্থাপন ১৯১৭।
২১ নভেম্বর	—	স্বাধীন ভারতের প্রথম পোস্টাল স্ট্যাম্প চালু ১৯৪৭।
		বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসি ১৯০৮।
২২ নভেম্বর	—	মাদ্রাজ রাজ্যের নাম হল তামিলনাড়ু ১৯৬৮।
		রাষ্ট্রপতি কেনেডিকে গুলি করে হত্যা ১৯৬৩।
২৩ নভেম্বর	—	গ্রেপ্তার হলেন কাজী নজরুল ১৯২২।
		ব্যালেস্টিক মিসাইল-এর পরীক্ষা সফল ২০১২।
		হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৭।
২৪ নভেম্বর	—	সারা ভারত খিলাফৎ কংগ্রেস অধিবেশন হল দিল্লিতে ১৯১৯।
		বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন ১৮৫৬।
২৫ নভেম্বর	—	এলাহাবাদ হাইকোর্ট চালু হল ১৮৬৬।
		এন সি সি চালু হল ১৯৪৮।
২৬ নভেম্বর	—	মুম্বইতে সন্ত্রাসবাদী হানা ২০০৮।
		ভারতের সংবিধান স্বাক্ষর করল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল ১৯৪৯।
		সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯০।
২৭ নভেম্বর	—	ফিদেল কাস্ত্রোর মৃত্যু ২০১৬।
		লেবেদেফ-এর পরিচালনায় বাংলায় প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হল ১৭৯৫।
		নোবেল প্রাইজের তহবিল গঠন করার উইল করলেন আলফ্রেড নোবেল ১৮৯৫।
২৮ নভেম্বর	—	চৌ-এন লাই-এর ভারত সফর ১৯৫৬।
		দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইরান-এ গেলেন রুজভেল্ট, চার্চিল এবং স্টালিন ১৯৪৩।
২৯ নভেম্বর	—	হাজি মহম্মদ মহসিন-এর মৃত্যু
		নেপালে কমিউনিস্ট সরকার গঠন ১৯৯৪।
৩০ নভেম্বর	—	প্যারিসে আমেরিকার স্বাধীনতার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর।
		বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বোস-এর জন্ম ১৮৫৮।

বিদায় নয়, শেষ থেকে শুরু

পারিজাত বোস

এতকাল 'মৃত্যু'ই ছিল সমাজ, পরিবার, আত্মীয় পরিমণ্ডল এবং ব্যক্তি জীবনের যবনিকাপাত। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর নিরীক্ষণ ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে এখন 'মৃত্যু' থেকেও পাওয়া গেছে প্রাণের খোঁজ। বিজ্ঞানের এক অভূতপূর্ব দান। দিলচাঁদ, সমীরণ দত্ত এবং রাখি মণ্ডল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই তিনজনই নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছেন 'মৃত্যু'র আঁধার থেকে সংগ্রহ করা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুনর্ব্যবহারের সুবাদে। অন্যের হৃৎপিণ্ড তাদের দেহে প্রতিস্থাপন করাতে তিনটি প্রাণ সজীব হল।

আবহমানকাল ধরে মৃতকে ঘিরে আত্মীয়-স্বজনরা শোকপ্রকাশ করতে থাকেন। কান্নায় পরিবেশ ভারি হয়ে ওঠে। সেই কান্নার রেশ থাকে অনেকদিন। দিন বদলাচ্ছে, এখন একজন মানুষ তাঁর জীবদ্দশায় সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করে নিজের মৃত্যুকে মহান করার পাশাপাশি একাধিক মৃতপ্রায় মানুষকে জীবনের সাহারা যোগাতে পারেন। একইসঙ্গে বলা যেতে পারে শহর কলকাতা হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে একটা প্রশংসাযোগ্য জায়গা করে নিতে পেরেছে। এটা কম গর্বের কথা নয়।

পাশাপাশি এক্ষেত্রে একটা অন্ধকার দিকও আছে। এই তিন হৃৎপিণ্ড দাতাদের মধ্যে এই রাজ্যের কেউ নেই। 'ব্রেন ডেড'-এর পর দেহ প্রত্যঙ্গ দানের ঘটনা এই রাজ্য নেই বললেই চলে। শুরু হল দিলচাঁদকে নিয়ে, কারণ তাঁর খবরটা সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়ে যাওয়াতে মানুষের মধ্যে দেহ প্রত্যঙ্গ দানের একটা ইচ্ছে জেগেছে। এরপর থেকে রাজ্যে পাঁচ/ছয়জনকে 'ব্রেন ডেড' ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও তাদের হৃৎপিণ্ড ব্যবহারের অযোগ্য ছিল। মস্তিষ্কের মৃত্যুর পর প্রত্যঙ্গ দানের ঘটনা দক্ষিণ ভারতে সবচেয়ে বেশি। সে তুলনায় পূর্ব ভারত এখনও অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে কোনও বড় শহরের বিভিন্ন

হাসপাতালে দিনে ১০/১২ জনের মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটছে। এরা একেক জন একাধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করতে পারতেন। কিন্তু তা হচ্ছে কোথায়? এর আসল কারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার বড়ই অভাব। আর সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকারিভাবে লাগাতার প্রচারের উদাহরণ বিরল। ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুফলকে আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছি না। এ লজ্জা আমাদের সকলের। একটি হিসেব বলছে দেশে এখন প্রায় ৮/১০ লক্ষ দৃষ্টিহীন মানুষ কর্নিয়ার প্রয়োজন, দু-লক্ষ মানুষের কিডনির প্রয়োজন। ৪০/৫০ হাজার মানুষের হৃৎপিণ্ড দরকার, ২৫ হাজার ফুসফুস প্রয়োজন। এদের সংখ্যাগরিষ্ঠের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মৃত্যু। এখানে একটা কথা বলা অতি প্রয়োজন। মূলত প্রত্যঙ্গ দান হচ্ছে পরিবারের সম্মতিতে। প্রত্যঙ্গ দান করলেই হবে না, তার জন্য চাই সঠিক পরিকাঠামো। প্রত্যঙ্গ দান এবং তার দ্রুত ব্যবহারের জন্য সেই পরিকাঠামো সবসময় সক্রিয় থাকবে। দক্ষিণ ভারতে এখন এটা খুব ভালো কাজ করছে। এই রাজ্যেও সবে বিষয়টি চালু হয়েছে। ভবিষ্যতে তা ভালোভাবে চলবে বলে আশা করা যায়।

মূল বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা দরকার। মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটলে তা দ্রুত জানাতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে চিকিৎসকরা এই 'ঘোষণা' বিষয়টা নিয়ে বেশ দোটানার মধ্যে থাকেন। যদিও এর মধ্যে অনেক কারণ রয়েছে। মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘোষণা করার একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। অন্যদিকে রোগীর সব প্রত্যঙ্গ সচল রাখারও ব্যবস্থা রয়েছে। আত্মীয়দের বোঝানোর 'দায়' থাকছে। এরপরে রয়েছে প্রতিস্থাপনের আগ্রহী চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সমন্বয় সাধন করা। কর্মব্যস্ত ডাক্তারদের পক্ষে একজন 'মৃত'-র বিষয়ে একটা সময় দেওয়া বাস্তবে খুবই কঠিন। এরপরে দেখা যাবে ঘোষণা যিনি করছেন, তিনি থেকে যাবেন অন্ধকারে। প্রতিস্থাপনের কৃতিত্বটাই ফলাও করে প্রচার হবে। একটা কথা তো খুবই সত্যি, 'প্রচারে মিলায় বস্তু, কর্মে বহুদূর।' এরপর আসা যাক 'মৃত'-র আত্মীয়দের বিষয়টি। আত্মীয়রাও অনেক সংশয়ে ভুগতে থাকেন। তারা ভাবেন, এসব নিয়ে ব্যবসা হচ্ছে, প্রতিদান করলে কিন্তু প্রাপ্তির বিষয় থাকছে কি? প্রত্যঙ্গ দানের পর শেষকৃত্য কীভাবে হবে?

দক্ষিণ ভারতে হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপনের সংখ্যাটি বেশি। সেখানে সরকারি নির্দেশ রয়েছে, ব্রেন ডেথ ঘটলে ঘোষণা আবশ্যিক, 'ট্রান্সপ্লান্ট কোঅর্ডিনেটর'-বিষয়টি নিয়ে সমন্বয় সাধন করবেন। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থারা মৃত'র আত্মীয়দের প্রত্যঙ্গদানের জন্য নির্দিষ্ট পরামর্শ দেন। ফলে প্রত্যঙ্গ গ্রহণ এবং প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়াটি একই সঙ্গে সমান তালে চলতে থাকে। অনিয়ম এবং দুর্নীতি রোধে দিল্লিতে রয়েছে 'ন্যাশনাল অর্গান অ্যান্ড টিস্যু ট্রান্সপ্লান্ট অথরিটি (নোটো)' আর আমাদের রাজ্যে রয়েছে 'রোটো'। এদের সদর দপ্তর পি জি হাসপাতাল। এদের কাছে প্রত্যঙ্গ গ্রহীতার তালিকা থাকছে। দাতার সঙ্গে ম্যাচ করে গ্রহীতা ঠিক করে দেয় 'রোটো'।

সম্প্রতি প্রত্যঙ্গ দান নিয়ে রাজ্যে বেশ কিছু নিয়ম করা হয়েছে। যেমন দাতার হাসপাতালের খরচ বহন করবে গ্রহীতার পরিবার এবং যে হাসপাতালে প্রতিস্থাপন করা হবে তার কর্তৃপক্ষ। দক্ষিণ ভারতে প্রতিটি প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ টাকা অনুদান দেয় সরকার। আগেই বলেছি, ব্রেন ডেথ ঘোষণা করার ভার যে ডাক্তারের ওপর তাঁকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়, কিন্তু তার দামও তো কম নয়। এক্ষেত্রে এই ঘোষণা করার নিয়ম শিথিল করে ডাক্তারকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করতে হবে। গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে দু-তিন দিন সময়ের প্রয়োজন। প্রতিটি পদক্ষেপই 'ডু ইট নাউ'। এক্ষেত্রে সমাজসেবী সংস্থাগুলোকেও এই কাজের সঙ্গে যুক্ত করলে তা অনেকটা ফলপ্রসূ হবে। সমাজসেবী সংস্থা কাজ অনেক বেশি গোছানো হয় বিশেষ করে মানুষের জীবন ফিরে পাওয়ার জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিস্থাপন জনিত কাজ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সময় সাপেক্ষ। সরকারের সঙ্গে এসব কাজের জন্য সমাজসেবী সংস্থা জুড়ে থাকলে, সে কাজ অনেক ভালো হবে। আমাদের রাজ্যে অনেক সেবা পরায়ণ, নিঃস্বার্থ এবং দক্ষ সমাজসেবী সংস্থা রয়েছে। ফলে আগামীদিনে আমরা এই মৃত্যু ফসল থেকে উৎসারিত প্রাণের স্পন্দন যোগাতে দক্ষিণ ভারতের থেকে অনেকটাই এগিয়ে থাকব বলে প্রত্যাশা রাখছি।

GHI-তে ভারতের আরও অবনমন

কিশোরকুমার বিশ্বাস

প্রতি বছর অক্টোবর মাসে গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (GHI) প্রকাশিত হয়। বিশ্বের ১১৯ টি দেশের মধ্যে ২০১৭ সালে ভারতের স্থান ছিল ১০০ তে। এবার ২০১৮ তে ভারত আরো নেমে ১০৩ এ স্থান পেল। এই গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স থেকেই এক নজরে দেখে নেওয়া যায় প্রতিটি দেশের শিশুদের পুষ্টির সার্বিক চিত্রটি কিরকম।

মূলত ৪টি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে শিশুদের খাদ্য এবং পুষ্টির সম্পর্কে ধারণা করা হয় এই GHI এর দ্বারা। প্রথমে International Food Policy Research এর তত্ত্বাবধানে এই সূচক বের হত। ২০১৮ রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে বিশ্বের অনেক দেশেই খাদ্যের পরিমাণ এবং জনগণের পুষ্টির অভাব বেড়েছে। যে চারটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে GHI মাপা হয় সেগুলি হল—(১) দেশের মোট জনসংখ্যার কত অংশ অপুষ্টিতে ভোগে। (২) পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে কত অংশ শিশু সাময়িক অপুষ্টিতে ভোগে। (৩) ওই অংশেরই কত অংশ দীর্ঘকালীন অপুষ্টিতে ভোগে এবং (৪) ওই পাঁচ বছরের মধ্যে কত অংশ শিশু মারা যায়। লক্ষণীয় বিষয় হল এই GHI তে নেপাল ৭২, বাংলাদেশ ৮৬ এবং আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ ভারতের চেয়ে ওপরে আছে। পাকিস্তান অবশ্য ১০৬-এ আছে। দেশের আয় বৃদ্ধির হারে ভারত প্রথম দিকে হলেও GHI-তে অনেক নিচে থাকায় অনেকেই বিস্মিত। অনেকেই ক্ষুধা সূচককে মনে করেন কেবল দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাওয়ার বিষয় হিসেবে। পেট ভরে খেতে পাওয়া মানুষের সবচেয়ে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় নিঃসন্দেহে। কিন্তু কেবল খেতে পেলেই শিশু বা মানুষের নিস্তার নেই। এর জন্য সবচেয়ে আগে চাই খাদ্যের যোগান। কিন্তু তার সঙ্গে চাই আরও আরও কিছু পরিষেবা। চাই বেশ কিছু অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পরিবেশ বিষয়ক নীতি নির্ধারণ। চাই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিকাঠামো। যদিও পিছিয়ে পড়া মানুষের চিরস্থায়ী আয় বাড়ানোর প্রয়োজন। সেটা করতে হবে তাদের স্থায়ীভাবে কাজের সুযোগ তৈরি করে।

না খেয়ে মৃত্যুর কারণ কি খাদ্যের অভাব?

এই বিষয়ে সর্বাগ্রে যাঁর নাম মনে আসে তিনি হলেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। তাঁর Poverty & Famines গ্রন্থে দেখিয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে দুর্ভিক্ষে মানুষের মৃত্যু মানেই খাদ্যের অভাব নয়। মূল কারণ হল খাদ্য আছে কিন্তু তা নিজেদের প্রয়োজনে কিনতে না পারলে না খেয়ে মরা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সবচেয়ে পরিচিতি দুর্ভিক্ষের মধ্যে বাংলার ১৯৪২-৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ এক বড় অভিশাপ। ঐ দুর্ভিক্ষে ১৫ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ অবিভক্ত বাংলার মানুষ মারা যায়। এরও মূল কারণ হল খাদ্যের অভাব নয়, খাদ্য কিনতে না পারা। বেশ কিছু মানুষ ওই সময়ে কাজ হারায়। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের হাজার হাজার মৎস্যজীবীর মধ্যে প্রথম মৃত্যু শুরু হয়। কলকাতাও এর থেকে বাদ যায়নি। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছেন। এই ঘটনার ওপর সত্যজিৎ রায়ের ছবি-অশনি সংকেত অনেকেরই মনে আছে। তাই গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সকে ভালো করতে গেলে কেবল খাদ্য উৎপাদনই একমাত্র লক্ষ্য হলে চলবে না। চাই খাদ্যের সুষম বণ্টন সহ আরও অনেককিছু সঠিক পরিকাঠামো।

উন্নয়নের ধারণাতেই গণ্ডগোল

গত ১৯৯২ থেকেই যে বিশ্বায়নের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের পরিচালকগণ, হয়তো সেই উন্নয়নের ছকেই ভুল আছে। তবে অনেক অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন সাধারণ মানুষের ভালভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তৈরি করা—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান-এর সুযোগ করে দেওয়ার সঙ্গে বিশ্বায়নের আর্থিক মডেল কখনই বাঁধা নয়। ভারতে বিশাল অংশের মানুষের দুরবস্থার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছাই দায়ী। যাইহোক আমাদের দেশে যে নগরকেন্দ্রিক উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে তাতে একটা বিরাট অংশের মানুষের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হচ্ছে। রাষ্ট্র যদিও অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এদের ভাল করার জন্য। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাব, দুর্নীতি, প্রশাসনিক দুর্বলতা ইত্যাদির কারণে কোনো কাজই সঠিকভাবে কাজ করছে না। আসলে রাজনৈতিক সদিচ্ছাও দেখা যায় না।

তাই হাঙ্গার ইনডেক্স-এ ভারতের ভালো করতে গেলে খাদ্যের উৎপাদন, তার সঠিক যোগান, সমস্ত এলাকার মানুষের সাধারণ চিকিৎসার পরিকাঠামো, শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা যেখানে খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে এবং আই সি ডি এস-এর সঠিক রূপায়ণও জীবন্তভাবে জরুরি। এই সব কিছু আইন করে বা অর্থের যোগান দিয়েই হবে না। স্থানীয় স্তরে মানুষের যোগদান চাই। দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। জনমত গঠন করতে হবে দেশ গঠনের জন্য।

ভেজালে ছেয়েছে দেশ

সঞ্জীব আচার্য্য

সভ্যতার সূচনাপর্ব থেকেই খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ভেজাল বা ক্ষতিকর পদার্থ মেশানো শুরু হয়েছে। সমাজ ও বিজ্ঞান যত এগিয়েছে 'ভেজাল' তো কমেনি, বরং আরও বেশি পরিমাণে উন্নত কায়দায় খাদ্যে ভেজাল মেশানো হচ্ছে। ফলস্বরূপ খাদ্যদ্রব্যের গুণগত মান নামছে এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে ও নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। দেশে খাদ্যের নিরাপত্তা ও গুণাগুণ যাচাই করার জন্য একাধিক প্রতিষ্ঠান থাকলেও কাজের কাজ খুব কম হচ্ছে। এর ফল ভোগ করছেন ভোক্তা বা ক্রেতারা। পাশাপাশি খাদ্যে ভেজাল মিশিয়ে অধিক মুনাফা অর্জনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে একদল অসাধু ব্যবসায়ী। বেশ কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসে ভেজাল মেশানো এখন আকছার ঘটছে। কয়েকটি জিনিসের উদাহরণ এখানে দেওয়া হল।

দুধ ঃ দুধে ভেজাল মেশানোটা এখন সবচেয়ে সহজ কাজ। জল, ডিটারজেন্ট, ফ্যাট, ইউরিয়া, চক, কস্টিক সোডা ইত্যাদি দিয়েও আজকাল দুধ তৈরি হচ্ছে। এই দুধ বাজার থেকে কিনে খাওয়ার পর মানুষের বিশেষ করে বাচ্চা ও কিশোর-কিশোরীদের অসুস্থ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই ভেজাল দুধের চাপে মস্তিষ্ক, মূত্রাশয় ও লিভারের ক্ষতি হয়ে থাকে।

একটি কাঁচের গ্লাসে দুধ নিয়ে ল্যাক্টোমিটারে ডোবাতে হবে। ল্যাক্টোমিটারে রিডিং ২৬ ডিগ্রির কম হলে বুঝতে হবে দুধে জল মেশানো হয়েছে। ল্যাক্টোমিটারকে ফাঁকি দিতে অনেকে ভাতের মাড় বা অ্যারারুট মেশায়। এই ভেজাল দুধ ধরতে আয়োডিনের দ্রবণ বা টিংচার আয়োডিন মেশাতে হবে। মেশানোর পর সাদা দুধ নীল হয়ে গেলে বুঝতে হবে ভেজাল আছে।

মধু ঃ স্রেফ জল এবং টেবিল সুগার নিয়ে এখন মধু তৈরি হচ্ছে। খানিকটা আসল মধুর সঙ্গে এই দু'টো উপাদান মিলিয়ে পরিমাণ বাড়িয়ে বোতলজাত করা হচ্ছে। রক্তচাপের ওঠানামা, লিভারের অসুখের জন্য অনেক সময় মধু ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে জল এবং টেবিল সুগার মেশানো হলে রোগ বাড়বে বই কমবে না।

মশলাপাতি ঃ মশলাপাতির মধ্যে বিশেষ করে হলুদের গুঁড়োতে ভেজাল মেশানোটা সহজ। এতে কেশরী রং (মেটানিল ইয়েলো) মেশানো যায়। হলুদ রঙের যে কোনো খাদ্যদ্রব্য অল্প পরিমাণে নিয়ে কয়েক ফোঁটা মিউরেটিক অ্যাসিড (বর্ণহীন তরল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড) মেশালে, মিশ্রণটি যদি ধীরে ধীরে গোলাপি (লালচে-বেগুনে) হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে এর মধ্যে মেটানিল ইয়েলো বা কেশরী রং মেশানো হয়েছে। এই ধরনের জিনিস ব্যবহারে কিডনি ও ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ, ব্রেস্ট টিউমার ও শুক্রাণু উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটবে।

গোলমরিচে পেঁপের বীজ মেশানো হয়। মেটানিল ইয়েলো থেকে ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে।

সস বা জেলি ঃ খাদ্যকে স্বাদু করতে অনেকেই সস বা জেলি অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে থাকে। আসল কি না জানতে সামান্য কিছু সস বা জেলি জলে গুলে নিতে হবে। তাতে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেশান। যদি লাল রং আস্তে আস্তে বদলে নীল হতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এতে কঙ্গো রেড মেশানো হয়েছে। লজেন্স, চকোলেটের গায়ে এই অ্যাসিড ফেললে একই ঘটনা ঘটবে। এই ধরনের ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে মস্তিষ্ক, মূত্রাশয় ও চোখে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। আজকাল অনেক টম্যাটো সসেই টম্যাটো বলে বস্তুটাই থাকে না।

আইসক্রিম ঃ ইদানিং আইসক্রিম খাওয়ার অভ্যাস ব্যাপক বেড়েছে। বিশেষ করে আজকাল কিশোর-কিশোরীরা যথেষ্ট পরিমাণে আইসক্রিম খেয়ে থাকে। সেই আইসক্রিমেও কিন্তু ভেজাল বা ক্ষতিকর জিনিস মেশানো হচ্ছে। পেপেরোনীল, ইথাইলিঅ্যাসিটেট, বুট্রালডিহাইড, এমিল এডিটেট, নাইট্রেট, ওয়াশিং পাউডার (যা বিষের থেকে কম কিছু নয়) দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে আইসক্রিম। ইথাইল অ্যাসিটেট ক্ষতি করতে পারে লাং, কিডনি এবং হার্টের। এছাড়া আইসক্রিমে এক ধরনের গাম মেশানো হয়, যা ধীরে ধীরে গলে। জীবজন্তুর লেজ, নাক এবং নাড়ি থেকে তৈরি হয় এই গাম।

কফি ঃ কফির গুঁড়োর সঙ্গে আমলকীর বীজ এবং চিকোরি পাউডার মেশানো হয় ওজন বাড়ানোর জন্য। আমলকীর বীজ ও চিকোরি পাউডারে ডায়রিয়া ও যকৃতের রোগ হতে পারে, হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথাও হয়ে থাকে।

চা ঃ গরম ও নরম পানীয় হিসেবে চায়ের সুখ্যাতি বিশ্বজোড়া। এই চায়ে রং আনার নকল প্রুশিয়ান ব্লু মেশানো হয়, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এছাড়া ইন্ডিগো, গ্রাফাইট এবং জিপসাম মেশানো হয় চায়ের কৌলিন্য বাড়াতে।

ভোজ্য তেল এবং ঘি ঃ ভোজ্য তেল এবং ঘি-তে অহরহ ভেজাল মেশানো হয়। আর এই ভেজাল ধরতে পরীক্ষা করতেই হবে। অবশ্য কিছু সাধারণ পরীক্ষা বা পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে ভেজাল নির্ণয় করতে। তেল গরম হলে যদি বেশি ফেনা হয়, অস্বাভাবিক গন্ধ ছাড়ে বা রং চলে যায়, তাহলে বোঝা যাবে ভেজাল রয়েছে। টেস্ট টিউবে তেল নিয়ে প্রায় দ্বিগুণ নাইট্রিক অ্যাসিড ঢেলে ঝাঁকাতে হবে। অ্যাসিড স্তর লাল হয়ে গেলে বোঝা যাবে এতে ভেজাল রয়েছে। আবার টেস্ট টিউবে তেল নিয়ে তাতে ইথারে ঢেলে ভালো করে ঝাঁকাতে হবে। তারপর মিশ্রণটি ঠান্ডা করতে হবে। ইথার দ্রবণ আস্তে আস্তে ঘোলাটে হয়ে এলে, বুঝতে হবে এই তেলে ভেজাল রয়েছে।

ভোজ্য তেলে শিয়ালকাঁটা বীজের তেল, রেড়ির তেল, খনিজ তেল, ধুতুরা (বীজ বাড়াতে) মেশানো হয়ে থাকে। শিয়ালকাঁটা মিশ্রিত তেলে হৃৎপিণ্ডের আকার বেড়ে যায় হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়ে। রেড়ির তেল হজমশক্তিও নষ্ট করে দেয়। এছাড়া লিভার, হৃৎপিণ্ড ও কিডনির ক্ষতি করে। মস্তিষ্কের মোটর নার্ভ নষ্ট করে এবং মানুষকে পঙ্গু পর্যন্ত করে দিতে পারে। ধুতুরা মস্তিষ্কের ভারসাম্য নষ্ট করে।

মুড়ি ঃ মুড়িতে ভেজালটা সকলেরই জানা। স্বাস্থ্যসচেতন ক্রেতারা সকলেই এখন ইউরিয়া ছাড়া মুড়ি কেনেন। ইউরিয়ায় ভাজা মুড়ি চিনতে গেলে কিন্তু মুড়িকে অল্প জলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর ছেঁকে মুড়ি ও জল আলাদা করতে হবে। এবার সেই জলে দু'চামচ অড়হর ডালের গুঁড়ো মিশিয়ে সামান্য গরম করে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। এবার সেই মিশ্রণে ফিনাপথলিন মেশান। মিশ্রণে গোলাপি রং এলেই বোঝা যাবে মুড়ি ইউরিয়ায় ভাজা। এই ইউরিয়া মানব শরীরে প্রবেশ করলে তা থেকে কিডনির রোগ ও ক্যান্সারের সম্ভাবনা থেকে যায়। ইউরিয়া মহিলাদের গর্ভধারণে বাধা সৃষ্টি করে।

খাদ্যে ভেজাল দিন দিন নতুন নতুন ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। সম্প্রতি মাসে ভেজাল খবরের শিরোনামে এসেছে। এখানে কিছু ভেজালের বস্তু অর্থাৎ যা খাদ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাদের নাম উল্লেখ করা হল। যেমন—রোমাডিন বি, ম্যালাকাইট গ্রিন (সবজিতে ব্যবহার করা হয়), কঙ্গো রেড, কার্ব, স্টার্চ, প্যারাফিন ওয়াক্স, পেট্রোলেটাম, স্যাফ্রনে ইত্যাদি।

কবিতা

ব্যথা

সফিউর রহমান

কবিরাজ মশাই বুকে ব্যথা,
এখন অবশ্য নেই
যখন আগুনে পোড়ে বস্তি
প্রাণ নিয়ে ছুটোছুটি করে
আগুনে এসে পরে দিশাহারা মানুষ
ব্যথা হয়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।
কুঁড়েঘর কুঠারাঘাতে
যখন মড়মড়িয়ে ভেঙে পড়ে গাছ
চিৎকার করে কেঁদে ওঠে মা পাখি,
মাইন বিস্ফোরণে হাওয়ায় চড়ে গাড়ি
আছড়ে পরে দাউ দাউ জ্বলে
ব্যথা হয় বুকে, কষ্ট হয় শ্বাস নিতে।
হিংস্র জন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে
খাবার মসুণতায় ছটফট শিকার
আর্তনাদ করে, পাশের বাড়িগুলোর
আস্তে আস্তে বন্ধ হয় জানালা
ব্যথা হয়, বড় কষ্ট হয়।

কথামালা

মানস চক্রবর্তী

ঢেউদের আলতো পিঠে চাপড়ানিতে
ঘুমিয়ে পড়েছে নদীর কূল।
কেউ জেগে ওঠার আগেই থেমে যায়
আকাশ আর ঢেউয়ের কত কথা।
গুনের না বলা কথা জমতে জমতেই
একদিন সৃষ্টি হয় কথামালার।
তারপর বৃষ্টি অথবা কবিতা হয়
ঝরে পড়ে সাদা কাগজের বুকে।
যে কথারা লিপিবদ্ধ হয় অথবা
উচ্চারণের আলোয় উদ্ভাসিত,
সেগুলিকে আমরা কবিতা বলি।
অথচ মস্তিষ্কের অন্ধকার কোণে
জমে থাকা অসংখ্য শব্দরাও যে
এক একটি কবিতা তা আমরা
জানতে, বুঝতে, শুনতেও চাইনা।

অবগাহন

শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী

এত গভীর তুমি এত আলো ছাড়াও দু'হাত ভরে
ভালো না লেগে পারেই না এই ছোট্ট মনে
কর্ণার কাছে গুরু আমার তুমিও আসো রাখার সুরে
খোঁপায় গোঁজা ফুল খুলে নাইতে দেখা গানে গানে।

মন ভ্রমর গুণ গুনিয়ে ঘুরে কেবল তোমায় ঘিরে
বৃষ্টির মত আলোক-কণা তারা সবাই দলে দলে
বিন্দু বিন্দু হলো সূক্ষ্মরূপে প্রেম পিয়াসী অনেক ভিড়ে
তৃষ্ণা ভরা দেহের লোভে মিনতি জানাই কুসুম তলে।

খোলা মনে খোলা শরীর মেঘ গলেছে রূপান্তরে
আমিও ছুটি তোমার পিছে আগুন লাগা বুকের তালে,
বহু যুগের ঢেউ উঠেছে, যেখানে তুমি হলদ চরে
চারপাশে সব পাহাড় প্রেমে ভাসে না তাদের কষ্ট নালে।

সেরাম শারদবরণ, ২০১৮ ঃ কলকাতা ও হাওড়ার সেরাদের চিত্র

সেরাম শারদবরণ ২০১৮

পর্যায়ক্রমে সেরা ভাবনা, সেরা প্রতিমা, সেরা স্বচ্ছ ব্যাগের পুজো, সেরা সমাজবন্ধু

১-৪ কলকাতা উত্তর : হাতিবাগান সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি, সিকদার বাগান দুর্গোৎসব কমিটি, উল্টোডাঙা [illegible] সংঘ, [illegible] সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি।

৫-৮ কলকাতা পূর্ব : এ কে ব্লক অ্যাসোসিয়েশন, [illegible] সার্বজনীন দুর্গোৎসব, [illegible] (পূর্ব) সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, [illegible] ক্লাব।

৯-১২ কলকাতা দক্ষিণ : নাকতলা উদয়ন সংঘ, দক্ষিণ কলকাতা সার্বজনীন দুর্গাপূজা, পশ্চিম পুটিয়ারী পল্লী উন্নয়ন সমিতি, কালীঘাট [illegible]।

১৩-১৬ কলকাতা পশ্চিম : বড়িশা সার্বজনীন দুর্গোৎসব, [illegible] ২২-এ পল্লী, বেহালা ২১-এ পল্লী, [illegible] সমিতি।

বিশেষ ১৭-২০ হাওড়া : [illegible] সার্বজনীন দুর্গোৎসব, [illegible], [illegible] সাধারণ দুর্গাপূজা।

স্টেডিয়াম

দশহাজারে বিরাট

দশ হাজারি ক্লাবে নাম লেখানোর পর কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি-একদিনের ক্রিকেটে দশ হাজার রান ছুঁলেন বিরাট কোহলি। এর আগে দশ হাজারি ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড়, রিকি পন্টিং। বিরাট এদের সবাইকে গতিতে পিছনে ফেলে দিয়েছেন। দশ হাজার রাণ পূর্ণ করতে বিরাট নিয়েছেন ২০৫ ইনিংস। তাঁর ধারে কাছে নেই অন্যান্য কিংবদন্তীরা। ২৪ অক্টোবর বিশাখাপত্তনমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৫৭ রানের ইনিংস খেলার পর ম্যাচের পুরস্কার নিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে নিজের ইনিংস ও মাইলফলক নিয়ে আমি গর্বিত।' সচিন তেন্ডুলকর বিরাটকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন, 'যে তীব্রতা ও ধারাবাহিকতা নিয়ে তুমি ব্যাট করো, তা অসাধারণ। রানের এই ধারা বজায় রেখো। তোমাকে অভিনন্দন।'

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে শেষ বলে টাই হয়েছে। দুই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটসম্যান কিন্তু ভারতের অধিনায়কের চিন্তা বাড়িয়ে রাখলেন। এরা হলেন সেই হোপ এবং হেটমায়ার। শেষ বলে দরকার ছিল ৫ রান। চার মেরে ম্যাচ টাই করে দেন হোপ। সোস্যাল মিডিয়াতে পাকিস্তানের অভিনন্দন বার্তাও দেখা গেছে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে তিন ধরনের ক্রিকেটেই যে বিরাট সেরা, প্রতি পদক্ষেপেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বদলা সিন্ধুর

প্যারিস-বিশ্বুলিন আগেই ডেনমার্ক ওপেনের প্রথম রাউন্ডে বিশ্বের দশ নম্বর যুক্তরাষ্ট্রের বেইওয়েন ঝ্যাংয়ের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিলেন পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু। এবার ফরাসি ওপেনে প্রথম রাউন্ডেই সামনে পেলেন ঝ্যাংকে। মধুর প্রতিশোধ নিলেন সিন্ধু। জিতলেন ২১-১৭, ২১-৮ গেমে। এই প্রতিযোগিতার

তৃতীয় বাছাই সিন্ধুর জিততে লাগল ৩৪ মিনিট। ফরাসি ওপেনের আগে ঝ্যাং টানা তিনবার সিন্ধুকে হারিয়েছিলেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে সিন্ধুকে খেলতে হবে সায়াকো সাতো ও নাযাম ই টিন ম্যাচে বিজয়ীর সঙ্গে।

গড়াপেটা নিয়ে উত্তাল ক্রিকেট বিশ্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি-টিভি চ্যানেল আল জাজিরা তাদের তথ্যচিত্রে অভিযোগ করেছে, বিশ্ব ক্রিকেটে রমরমিয়ে চলছে স্পট ফিক্সিং। এরই মধ্যে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটে গড়াপেটার তদন্তে বি সি সি আই-এর সাহায্য চাইলেন অর্জুন রণতুঙ্গা। তিনি এখন দেশের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। রণতুঙ্গার মতে, ক্রিকেট দুর্নীতি সামলানোর মত বিশেষজ্ঞ শ্রী লঙ্কায় নেই, তাই ভারতের সাহায্য চেয়েছি। এই তদন্তে বিসি আই অনেকভাবেই সাহায্য করতে পারবে।

মেসির বদলে কে?

চোটের পর মাঠেই শুয়ে পড়েছেন মেসি

বুয়েনস এয়ারস-লিয়োনেল মেসির পরিবর্তে কে? ক্যাম্প ন্যু তে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইন্টার মিলানের মুখোমুখি হওয়ার আগে বার্সেলোনার কোচ আর্নেস্তো ভালভার্দেকে এই প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেন ক্রীড়া সাংবাদিকরা। কোচ জানান, মেসির বিকল্প কে, তা এখনই বলব না।' বার্সেলোনা মেসির ওপর নির্ভরশীল, এটা সবাই জানে। কিন্তু কোচ বলেন, 'একজনের ওপর চিরদিন নির্ভরশীল হয়ে থাকাটা ঠিক নয়। যা কিছু করার, সবাইকে মিলেই করতে হবে।' হাতে চোট থাকার জন্য মেসিকে তিন সপ্তাহ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তাররা।

সাক্ষীর হার

বুদাপেস্ট-বুদাপেস্টে বিশ্ব মিটের কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেলেন ভারতের সাক্ষী মালিক। তবুও পদকের আশা এখনও রয়েছে কারণ সাক্ষীর প্রতিদ্বন্দ্বী কুস্তিগির ফাইনালে পৌঁছে গেছেন।

হকিলিগ ভারতে

নয়াদিল্লি-আগামী বছর জুন মাসে ওয়ার্ল্ড হকি লিগের আয়োজন করেছে হকি ইন্ডিয়া। সেই লিগের এক ও দু'নম্বর টিম টোকিও অলিম্পিকে খেলার টিকিট পাবে। মেয়েরাও এই সুযোগ পাবে।

ঋদ্ধিকে শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি-জন্মদিনে সচিন তেন্ডুলকরের কাছ থেকে বিশেষ শুভেচ্ছা বার্তা পেলেন ঋদ্ধিমান সাহা। ধোনি অবসরের পরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে থাকা উইকেটকিপারের উদ্দেশ্যে সচিন একটি ছবিও পোস্ট করেন।

মুখ রাখল শ্রীলঙ্কা

কলম্বো-ওয়ান ডে সিরিজে আগেই হার হয়েছিল। তবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের পঞ্চম ম্যাচ জিতে কিছুটা হলেও মুখরক্ষা হল শ্রীলঙ্কার। কেউই শতরান করতে পারেন নি। ইংল্যান্ডের ব্যাটিং সময় শুরু হয় বৃষ্টি। শেষে ডাকওয়ার্থ লুইস পদ্ধতিতে ২১৯ রানে জিতল শ্রীলঙ্কা। ম্যাচের সেরা ওপেনার হয়েছেন নিরোশান ডিকওয়েলা। তাঁর সংগ্রহে ৯৫ রান। শেষ পর্যন্ত স্বস্তিতে ফিরেছে শ্রীলঙ্কা।

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

থ্যালাসেমিয়া কি? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ : ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? : যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,
আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ অম্বরমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ : ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) আশিস সাহা ২) কেশব কান্তি বিশ্বাস ৩) স্বপন ঘোষ ৪) জয় রায় ৫) রঞ্জন ঘোষ ৬) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ৭) দেবাশিস নন্দী ৮) সুদীপ ৯) তপন ব্যানার্জী ১০) অশোক পাল ১১) অনুপম দাস ১২) সৈকত মুখার্জী ১৩) দেবাশী বিশ্বাস ১৪) সঞ্জয় সর্দার ১৫) সঞ্জয় সাহা ১৬) পার্থ দাস ১৭) সঞ্জয় সেনগুপ্ত ১৮) বিকাশ দত্ত ১৯) অপূর্ব রায় ২০) শিল্পী মুখার্জী ২১) সন্দীপ মিত্র ২২) অমল ঘোষ ২৩) তপন কুমার ঘোষ ২৪) তাপস কুমার চক্রবর্তী ২৫) রিঙ্কা বিশ্বাস ২৬) গৌতম সুন্দর ২৭) শোভন চক্রবর্তী ২৮) মিনাক্ষী পাল ২৯) নন্দিতা পাল ৩০) রামকৃষ্ণ বসাক ৩১) মালঞ্চ সাহা ৩২) রীতা দাস ৩৩) বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ৩৪) শেখ নাসিরুর রহমান ৩৫) ইরা দত্ত ৩৬) বিপ্লব কৌশিক ৩৭) শান্তি ব্যানার্জী ৩৮) রিতেশ ঘোষ ৩৯) শীলা নন্দী ৪০) অমিতাভ সিনহা ৪১) দেবাশিস ভট্টাচার্য ৪২) শুভাশিস দত্ত ৪৩) পুলক কুমার দত্ত ৪৪) সমীরণ গুহ রায় ৪৫) রূপা ব্যানার্জী ৪৬) মঞ্জুশ্রী সাহা ৪৭) দিলীপ রায় ৪৮) দেবাশীষ দাস ৪৯) নমিতা রায় ৫০) রাজা দাস ৫১) ডাঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী ৫২) আশিস ভট্টাচার্য ৫৩) কমলকান্তি ঘোষ ৫৪) কবিতা দাস ৫৫) অলোক সিকদার ৫৬) মধুমিতা পাত্র ৫৭) শুভময় কুণ্ডু ৫৮) সুদীপা কর্মকার ৫৯) গোপাল সাহা ৬০) তাপস মুখার্জি ৬১) উত্তম গুপ্ত ৬২) মধু শেঠ ৬৩) অনুপম রায় ৬৪) শান্তনু চ্যাটার্জি ৬৫) সুদর্শন শর্মা ৬৬) জ্যোৎস্না হালদার ৬৭) বিক্রম রায় ৬৮) টিম আহমেদ ৬৯) সুকুমার পাল ৭০) শিশির (টিঙ্কু) ভট্টাচার্য ৭১) সত্যজিৎ বসু ৭২) এস. এম. চন্দ ৭৩) রুমা মাইতি ৭৪) বিশ্বজিৎ ঘোষ ৭৫) সমরেন্দ্র পাল ৭৬) অরিজিৎ শীল ৭৭) মানবেন্দ্র সরকার ৭৮) সৌমিত্র ঘোষ ৭৯) শান্তনু ঘোষ ৮০) অভিষেক মিত্র ৮১) এস কে বাবলু ৮২) কাজল কুমার মণ্ডল ৮৩) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা- ৭০০ ০০৪, যোগাযোগ : (০৩৩) ২৫৩০,৬৫৭২,৯৮৩০৫ ৬০২৯৬, ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya, Editorial and Corporate Office : 033 2543 6465/ 98305 60296/ 98315 77444.